ফের বাড়ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি, বৃহস্পতিবার ঘোষণা

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকেই বন্ধ রয়েছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এমন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি আরো বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তবে ছুটি কতদিন বাড়ানো হবে, সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেবে। বৈঠকটি বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেবেন।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল খায়ের গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, ‘বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এখন স্কুল-কলেজ খোলা সম্ভব হবে না। তাই চলমান ছুটি আরো বৃদ্ধি করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি রয়েছে। এর আগেই ছুটি বৃদ্ধির বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হবে। যেহেতু ৩০ ও ৩১ অক্টোবর সরকারি ছুটি। তাই বৃহস্পতিবারেই এই বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হবে।’

তবে ছুটি কতদিন বৃদ্ধি করা হবে, সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান তিনি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক সৈয়দ গোলাম ফারুক জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়তে পারে। তবে ছুটি কত দিন বাড়বে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত এ বিষয়ে জানানো হবে।

ফিফা প্রেসিডেন্ট করোনায় আক্রান্ত

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মঙ্গলবার এ খবর দিয়েছে। খবর স্কাই স্পোর্টসের।

ফিফা প্রেসিডেন্টের করোনার মৃদু উপসর্গ রয়েছে। ৫০ বছর বয়স্ক ইনফান্তিনো আগামী ১০ দিন আইসোলেশনে থাকবেন। গত কয়েক দিনে তার সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তাদেরও আইসোলেশনে থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফিফা ইনফান্তিনোর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে।

ইনফান্তিনো শেষবার জনসম্মুখে আসেন গত ১৬ অক্টোবর। সেদিন ফিফার একটি সামিটের শেষ দিন দেখা যায় তাকে। ভিডিওর মাধ্যমে সবাই যোগ দেন ওই সামিটে।

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস বিশ্বময় বিস্তার ঘটিয়েছে। ফুটবলেও থাবা বসিয়েছে এটি। কয়েক দিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

কোয়ারেন্টিনে থাকা পর্তুগিজ তারকা পর্তুগালের হয়ে খেলতে গিয়ে কোভিড-১৯ পজিটিভ হন। ফুটবলে সবশেষ বড় নাম হিসেবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রোনালদিনহো। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি এখন কোয়ারেন্টিনে।

যে কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো ‘ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন’ বানান ইরফান

ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর (বরখাস্ত) মোহাম্মদ ইরফান সেলিম ও তার দেহরক্ষী মো.

জাহিদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে দুইটি করে পৃথক চারটি মামলা দায়ের করেছে র্যাব।

মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে এ চারটি মামলা দায়ের করে।

এদিকে পুরান ঢাকার এলাকায় চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য ও দখলদারিত্বের নিয়ন্ত্রণে ইরফান সেলিম ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সেন্টার গড়ে তোলেন। পুরান ঢাকার চাঁন সরদার দাদা বাড়ি থেকে সামান্য দূরে চকবাজারের চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের ছাদে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছিলেন ইরফান।

কন্ট্রোল রুমে ছিল অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি) ডিভাইস। মদীনা আশিক টাওয়ারে এবং বাসার চার তলার নিজস্ব কক্ষে স্থাপন করেছিলেন ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন। ইরফান ও তার সহযোগিরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে চার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় যোগাযোগ করতেন। চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য, দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সব ধরনের আলোচনার জন্য তার এবং বাহিনীর সদস্যদের জন্য ৩৮টি ওয়াকিটকি ব্যবহার করা হতো।

র্যাবের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই-তিন বছর আগেই পুরান ঢাকায় নিজস্ব বাহিনীর মধ্যে যোগযোগ চালাতে এই ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা তার বাসায় স্থাপন করেন ইরফান সেলিম। গত কাউন্সিলর নির্বাচনের আগে মদীনা আশিক টাওয়ারের ১৭ তলায় ইরফানের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে ভিএইচএফ ডিভাইস ও একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টেনা স্থাপন করেন। এসব ডিভাইস বিদেশ থেকে অবৈধ পন্থায় দেশে নিয়ে আসেন ইরফান। ভিএইচএফ ডিভাইসের মাধ্যমে কালো রঙের ওয়াকিটকি সেট ব্যবহার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কোনো অনুমোদন ও লাইসেন্স ছিল না। নিজের আধিপত্য ও চাঁদাবাজি চালাতে অবৈধভাবে ওয়াকিটকি ব্যবহার করছিলেন ইরফান ও তার ক্যাডাররা।

র্যাব সূত্র জানায়, ইরফানের নিজস্ব ওয়্যালেস ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কে যোগাযোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শনাক্ত করতে পারতো না। এই অবৈধ সুযোগটি নিয়ে ইরফান অপকর্মের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং চাঁদাবাজি করতেন। এর জন্য ইফরান একটি ক্যাডার বাহিনী তৈরি করেন। প্রত্যেকের কাছে ছিল অবৈধ অস্ত্র। এর মাধ্যমে পুরান ঢাকার

জনমানুষের মধ্যে ভীতি প্রতিষ্ঠা করে রাখতেন। এর জন্য চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের টপ ফ্লোরে ইরফানের একটি টর্চার সেল রয়েছে। যারা তার মতের বিরুদ্ধে যেতেন, তাদের ওই টর্চার সেলে এনে নির্যাতন চালাতেন এবং ভয়ভীতি দেখাতেন।

ইরফানের দেহরক্ষী ছিলেন ১২ জন। এদের মধ্যে জাহিদুল ইসলাম ছিলেন চকবাজারের একজন ত্রাস। দেহরক্ষীদের সবার সঙ্গে অবৈধ অস্ত্র থাকতো বলেও তথ্য রয়েছে। আধিপত্যের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও হাজী সেলিমের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বেতনভুক্ত আরো ৩৫ জন ক্যাডার রয়েছে বলেও জানায় র্যাবের কর্মকর্তারারা।

র্যাবের একাধিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, ইরফান প্রতি রাতেই মদ্যপান করে তার দুইটি বিদেশি কুকুর ও দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে চকবাজার এলাকায় চক্কর দিতেন। পুরান ঢাকায় তাদের চলাচলে একটা আতঙ্ক বিরাজ করলেও ভয়ে কেউ কিছুই বলতেন না। পুরান ঢাকায় বিভিন্ন জমি দখলের বিষয় কিছু তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে র্যাব। হাজী সেলিম ও তার ছেলোরা পুরান ঢাকার কোনো জমি দখলের ক্ষেত্রে নিজেদের বেতনভুক্ত ক্যাডারের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের ব্যবহার করতেন। তাদের দখলদারিত্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ও সহায়তার জন্য চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) উপহারও দিয়েছেন তারা।

র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইয়ংয়ের পরিচালক লেফট্যানেন্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ বলেন, ‘নিজ বাসা ও তার ব্যক্তিগত কার্যালয়ের উপরে ভিএইচএফ ওয়াকিটকি বেজ স্টেশনটি মূলত এলাকায় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজের খরচে অবৈধভাবে এটি স্থাপন করেছিলেন ইরফান সেলিম।’

তিনি বলেন, ইরফানের বাসা থেকে জব্দ হওয়া দুইটি বিদেশি পিস্তল ও মাদকদ্রব্যের বিষয়ে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে অস্ত্র ও মাদক আইনে দুইটি এবং দেহরক্ষী জাহিদের বিরুদ্ধে একই আইনে দুইটি করে মোট চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে নৌবাহিনীর কর্মকর্তাকে মারধর ও হত্যার হুমকির ঘটনায় ইরফান সেলিমসহ তার দেহরক্ষী জাহিদুল ইসলাম, গাড়িচালক মিজানুর রহমান, মদীনা গ্রুপের প্রটোকল কর্মকর্তা এবি সিদ্দিক দিপু ও অজ্ঞাতনামা তিন জনসহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী

লেফট্যানেন্ট। ওই রাতেই হাজী সেলিমের গাড়িচালক মিজানুরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন ২৬ অক্টোবর দুপুরে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুরান ঢাকার চকবাজারে চান সরদার দাদা বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ইরফানকে গ্রেফতার করে র্যাব।

অভিযানে অবৈধ দুইটি অস্ত্র, মদ, বিয়ার, ৩৮টি ওয়াকিটকি ও ভিএইএফ ডিভাইসযুক্ত ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন জব্দ করা হয়। এরপর মদ্যপান ও বেআইনিভাবে ওয়াকিটকি রাখার দায়ে ইরফানকে ১৮ মাসের সাজা দেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। তার দেহরক্ষী জাহিদুলকে বেআইনি ওয়াকিটকি ব্যবহারের জন্য ছয় মাসের করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২৯ দিনে ১৫ ধর্ষণ সাভার-আশুলিয়া-ধামরাইয়ে!

ঢাকা জেলার সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৯ দিনে শিশু ও গণধর্ষণসহ ১৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ধর্ষণে গ্রেফতারও হয়েছে অনেকেই, তবে দিন দিন বেড়েই চলছে এ ধরনের অপরাধ।

এলাকাবাসী বলছেন, সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত গণধর্ষণ, ধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটেছে প্রায় ১৫টি। এসব ঘটনার দুই একটি কিছুদিন আগে ঘটলেও সময়ের মধ্যে প্রকাশ হয় এবং মামলা দায়েরসহ আসামিকেও গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে সাভারে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জন এবং পলাতক রয়েছে ১ জন।

আশুলিয়ায় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, যার ভুক্তভোগী ২ কিশোরীসহ এক গৃহবধূ, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের চেষ্টাসহ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। এসব ঘটনায় আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ১৩ জন এবং পলাতক রয়েছে ১২ জন। আর ধামরাইয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১টি যার আসামিকে গ্রেফতার করা হয় গত ২১ অক্টোবর।

অন্যদিকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে সাভারের বাড্ডা ভাটপাড়া এলাকায়

একটি বাড়িতে এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে হাসান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয়রা বলছে, শিল্পাঞ্চল সাভার ও ধামরাইয়ে কর্মের আওতা বাড়ায় যেমন লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, তেমনি পরিণত হয়েছে অপরাধীদের অভয়ারণ্য হিসেবেও। এখানে সহজেই বিচরণ করছে ধর্ষকের মত অপরাধীরা। তাই এসব শিল্পাঞ্চলে বাড়ছে ধর্ষণের মত জঘন্য ঘটনা। কর্মমুখী মানুষের ভিড়ে সহসাই মিশে কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এই অপরাধীরা।

এবিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি তদন্ত সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, কোন অপরাধীকে ছাড় নয়, সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ছাত্রী উত্যক্তের অপরাধে দুই বখাটের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অপরাধে উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটেকে জেল জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

উজ্জল আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে ও মামুন একই গ্রামের বরকত আলীর ছেলে।

আদালত সূত্র জানায়, উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটে মিলে পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্রীকে বেশ কিছুদিন ধরে উত্যক্ত করে আসছিল। উত্যক্তের মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় ওই ছাত্রীর পরিবার প্রশাসনকে জানায়।

মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর ভ্রাম্যমাণ আদালত পাইকপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বখাটে উজ্জল ও মামুনকে আটক করে আদালতে নিয়ে আসেন। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের আইসি গিয়াস উদ্দিন।

ঝিনাইদহে পৃথক স্থান থেকে দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ১নং সুন্দরপুর দুর্গাপুর ইউনিয়নের কাদিরকোল গ্রামের একটি পুকুর থেকে রূপকুমার (৫০) ও সদর উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রাম থেকে আমির হোসেন (৫০) নামে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে লাশ দুইটি উদ্ধার করা হয়। রূপকুমার দত্ত পাশ্ববর্তী কোটচাঁদপুর উপজেলার ফাজিলপুর বাজারপাড়া এলাকার কেষ্ট দত্তের ছেলে। অন্যদিকে আমির হোসেন চণ্ডিপুর গ্রামের মশকত আলীর ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মাহাবুবুল আলম জানান গত রোববার রাত থেকে রূপকুমার দত্ত নিখোঁজ ছিল। মঙ্গলবার সকালে কাদিরকোল গ্রামের ইজ্জত আলী বিশ্বাসের পুকুরে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ময়না তদন্ত শেষে রুপকুমারের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে ওসি জানান।

এদিকে ঝিনাইদহ সদরের বেতাই পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সিরাজুল আলম জানান, মঙ্গলবার সকালে চণ্ডিপুরের জালাল মুন্সির ঝাল ক্ষেত থেকে আমির হোসেনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

তিনি পারিবারিক ঝামেলার কারণে আত্মহত্যা করতে পারেন বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

তবে গ্রামবাসির একটি সূত্র জানায় দুই দিন আগে আমিরের ছেলে ও এলাকার কিছু মানুষ তাকে লাঞ্চিত করে।

এ বিষয়ে তিনি ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আবুল বাশারের কাছে মৌখিক অভিযোগ করেন।

পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করাকালে আমিরের মৃত্যু রহস্যজনক বলে গ্রামবাসি মনে করছেন।

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা’র উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৪১তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের ফজর আলী স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিস এ মেলার আয়োজন করে। জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে এ মেলার উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বদরুদ্দোজা শুভ, জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) তসলিমা খাতুন, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিয়ার রহমান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারি পরিদর্শক মোজাফফর হোসেন পলাশ।

মেলাই ৬ টি উপজেলার ৩ টি গ্রুপে ৫৪ টি প্রজেক্টে ১শত জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এ মেলা চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা বি এন পি’র কার্যালয়ে উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুস সামাদ এর সভাপতিত্বে ও পৌর যুবদলের আহবায়ক হারুন অর রশিদ এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলাম।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আলমগীর কবির, সাবেক উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান,

উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক মুকুল হোসেন, আবু হাসান, সোহেল রানা, রানা হোসেন, পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক বাপ্পী মন্ডলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় পতাকা উত্তোলন, র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ প্রাঙ্গণে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব। অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধ্বংস করার পায়তারা শুরু হয়েছে।

রাতারাতি বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করছে, এমন নেতাকর্মী আমাদের দরকার নেই। যদি আমার একজন বিএনপি কর্মী থাকে এটাই যথেষ্ট। আগামী দিনে সকল ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

দল কারো বাপের সম্পত্তি নয়। আপনি দলের জন্য পরিশ্রম করবেন, তারপর আপনি দলের হবেন। নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। দীর্ঘদিন যারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, সেই নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবর্তন না ঘটালে, যেই অবস্থায় আমরা আছি, সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবেনা।

আপনারা যারা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান হতে চান, তারা ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন। মাঠ পর্যায় থেকে যাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে, জেলা থেকেও তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শরীফুজ্জামান শরীফ আরো বলেন, দিনে বিএনপি, রাত্রে আওয়ামী লীগ, এই ধরনের নেতাদেরকে চিহ্নিত করুন। তাদেরকে বার্তা পৌঁছে দিন, তাদের পরিহার করা হবে। তাদের বিএনপিতে ঠাঁই নাই। আপনারা সতর্ক হয়ে যান। বিএনপি কারো বাপ দাদার সম্পত্তি নয়।

কাগজে নেতা হয়ে লাভ নেই। শহীদ জিয়ার আদর্শের হতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোঃ রাজিব খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, আহবায়ক কমিটির সদস্য ও মহিলা দলের নেত্রী জাহানারা বেগম,

জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদ হাসান পল্টু, সদর থানা

বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস প্রমুখ।

ফ্রান্সে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননা করায় কুষ্টিয়ায় মানববন্ধন

ফ্রান্সে কার্টুন চিত্র একে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে অবমাননা করার প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে তৌহিদী জানতা।

মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোড পাবলিক লাইব্রেরির সামনে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলা উলামা পরিষদের এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়া জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুফতি আব্দুল হামিদ, মহাসচিব মুফতি রেজাউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতিফ খান, মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফেজ মাওলানা আরিফুজ্জামান, হাফেজ মাওলানা আবুদাউদ, আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার মাওলানা আব্দুল খালেক, মাওলানা আব্দুল হাকিম, মাওলানা ইলিয়াস শাহ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, মুসলমানরা তাদের নবীকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। মহানবীর অপমান মুসলমানরা সহ্য করবে না। ফ্রান্স সরকার নবীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে তাদের হিংসাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেছে।

বক্তারা আরও বলেন, ফ্রান্স সরকার নবীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গচিত্র

প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিমকে উস্কে দিয়ে বিশ্বব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফ্রান্সের ধর্মবিরোধী এ অবমাননা বিশ্বমুসলিম নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দিতে হবে।

বক্তারা ব্যবসায়ীদের ফ্রান্সের সকল পন্য বর্জন করারও আহ্বান জানান। এছাড়া সরকারের কাছে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফ্রান্সের দুতাবাস বন্ধের দাবি জানান।